সম্পাদকের কলমে

বাঙালীর বড়দিনগুলো একরকম কেটে গেল। ভক্তি, উৎসব, না অর্থনীতি – কোনটি যে শেষপর্যন্ত উইনার হ'ল বলা শক্ত। ভক্তির মুনাফা ঘরে উঠবে, না আধিখ্যেতার খেসারৎ দিতে হবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। আপাতত বলি, ভালো মন্দ মিলিয়ে যেন ভালো থাক সবাই। সবাইকে আরোহী পরিবারের পক্ষ থেকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা...। করোনাকাল চলছে, চলবে। জীবনও থেমে থাকবে না। এরমধ্যেই সবাই সপরিবারে ভালো থাকুন, সুস্থ মুক্ত অনর্গল হোক দিন।

নয়া স্বাভাবিকতার দিন এখন। সবই চলছে, আবার অনেককিছু থেমেও আছে। যে জায়গাটা বেশি করে মার খাচ্ছে, সেটা হ'ল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি। আমাদের মধ্যে বুনো-মোষের সৌখিন কারবারি আছে অনেকে যাদের ভিন্ন এক পার্বনের ব্যাপার থাকে ফি'বছর। দুগ্‌গাপুজোর দিন এগিয়ে এলে ওরা স্যাক-কাঁধে বেরিয়ে পড়ে দুর্গমের অভিসারে। হিমালয়ের অন্দরমহলে গিয়ে বিশ্বরূপদর্শন সেরে, এবং একবছরের অক্সিজেন মজুত করে ফিরে আসে দৈনন্দিনের ঝুটঝামেলা সামাল দিতে। এবার খুব মিস করলাম। ঝোলা পিঠে ফেলে পার্বতী তমসা জালেন্দ্রি বা মার্সিয়াংদি গিরিখাত ধরে হেঁটে পর্বতের ওধারে যাওয়ার রাস্তাটা খুঁজে পেলে যে নবজন্মের অভিজ্ঞতা হয়, সেটা খুব মিস করলাম। আমার নিজের ক্ষেত্রে, সাড়ে তিন দশকে এই প্রথম পাহাড়ে যাওয়া স্থগিত রাখতে হয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে তাই। আসলে আমাদের কিছু অনুশাসন মেনে চলতে হয়। অভিযাত্রী মানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যাওয়া চরিত্র নয়, তার যাবতীয় দুঃসাহসের মধ্যেও থাকে বিস্তর হিসেবনিকেশ। সে ছুটতে জানে, থামতেও জানে।

পুরনো গল্প বলি। এই শতকের প্রথম দশকের শুরুতে হিমালয়ে এক লম্বা দৌড়ের লক্ষ্য নিয়ে চননিয়াকোটের বুকে রূপকুণ্ডের কিনারে পৌঁছেছি। কিন্তু সকাল থেকে আকাশ বদমেজাজে, তুষার আর বাতাসের দাপাদাপি চলছে। সব উপেক্ষা করে এ পর্যন্ত আসা, এবং এর মধ্যেই চননিয়াকোট শিরে থাকা জিওনারগলি কলের দিকে পা রেখেছি, ঝড় তার গিয়ার তুলে দিলো। আর যেক'টি দল ছিল, বেগতিক দেখে তারা এখান থেকে ফেরৎ গেছে। ডিসকভারি চ্যানেল থেকে বিশাল এক দল এসেছিল তাদের ক্যামেরা ক্রু সব নিয়ে। তারাও পরবর্তী মিশন বাতিল করে ফিরে যাচ্ছে। গাইড পারসিং নেগি আমাদের রোপ-আপ করে আখ্‌রি সওয়াল করলো, 'ওয়াপস যেতে হলে এইবেলা ফয়সালা করতে হবে।' আমরা সাফ জানিয়ে দিই, 'দেখো, দশবছর আগে একবার ফিরে গেছি এখান থেকে। এবার ফিরতে পারবো না।' সাহস দেখে পার সিং তারিফ করে আমাদের। দড়িদড়ার সাহারা নিয়ে সে ও তার দলবল আমাদের নিয়ে চননিয়াকোটের উলটোপিঠে ত্রিশূলের গায়ের ধারে শিলাসমুদ্রে নিয়ে যায়। তাঁবু পড়ে সার দিয়ে। সেইরাতে সব পরিষ্কার, বড় রূপোলী চাঁদে ভেসে যাচ্ছে ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি। দুই পর্বতের মাঝখানে তুষার পাথরের যে সেতুবন্ধ, সেই রোন্টি-স্যাড্‌ল পরিষ্কার দেখতে পাই। বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, তাহলে দুর্যোগে সাহস করে ঠিক করেছি। এখান থেকে

দিন দুই তিনের মধ্যে ওই মাঝখানের স্যাড্‌লে পৌঁছে যাবো। পরম শান্তি নিয়ে স্লিপিং ব্যাগে ঘুমোতে যাই। তারপরই চরম অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।

যে রাত এত আশা জাগিয়ে এলো, সেই রাত কাটল না। মাঝরাত থেকে আকাশ ভেঙে পড়লো শিলাসমুদ্রে, বিরাম ও লাগামছাড়া বৃষ্টি। পর পর পাঁচদিন। বহুযুগের স্বপ্ন ভেসে গেল। কেননা, এর মধ্যে আমাদের রসদ তলানিতে, হাতে সময় কম, সামনের রাস্তা বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে। কী আর করা? দশ বছর আগে রূপকুণ্ড থেকে ফিরে গেছিলাম অনুরূপ অবস্থায়। আজকের গাইডের গুরু রণজিৎ সিং সেদিন বুঝিয়েছিল, 'স্যারজি, পাহাড় আছে, পাহাড় থাকবে। আপনারা সাহি সালামত ঘর ওয়াপস যান। আদমি বেঁচে থাকলে পাহাড় ঠিক অপেক্ষা করবে।' আজ পার সিংও একই কথা বলে। 'ওয়াপস চলিয়ে স্যার, পাহাড় ফির আপলোগোঁ-কো সোয়াগত করেগা।' অগত্যা নন্দাকিনী নদীকে সঙ্গী করে ফেরার পথ ধরি।

হ্যাঁ, এরকম হয়। কখনও সাফল্যের দোরগোড়া থেকেও ফিরতে হয়, কোথাও থামতে হয়, সাময়িকভাবে। অভিযান মানে যাওয়া, যাওয়া সবসময় পৌঁছনো নাও হতে পারে। আজ হ'ল না, আগামীকাল হবে - এই সহজ সত্য মনে রেখে থামতে হয় কখনও। যেমন, রুদ্রকেও (আরোহীর কর্ণধার) থামতে হয়েছে। এভারেস্ট দেশের অনুপম আমা-ডাবলাম শিখরে প্রথম ভারতীয় অভিযানের অন্যতম সদস্য ছিল সে। কিন্তু করোনা দিনে নানা পার্শ্ব-বিপত্তিজনিত কারণে সে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক করেছে। রুদ্র জানে, রাস্তা বদলে বদলে যায়, কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় না। সুখের কথা, আমা -ডাবলাম অভিযান চলছে। বাকি সদস্যরা গিয়েছে। দেবাশিস বিশ্বাস, মলয় মুখার্জি, কিরণশঙ্কর পাত্র, এবং সত্যরূপ সিদ্ধান্ত। সত্যরূপ আমাদের বাড়তি আবেগের কারণ। আরোহীর একজন বলে নয়, ও যে এই অভিযানের প্রথম মতলববাজ!

আর একটা সুখের কথা, চলন্ত অভিযানের অনুপুঙ্খ দিনলিপি হাতেগরম পরিবেশন করা হবে 'আরোহী e-ম্যাগ' এর পাতায়। চোখে দেখা না হলেও লেখা পড়ে উত্তেজনার আগুণ পোহাতে পারবেন। কথা দিয়েছিলাম, প্রতিমাসে হাজিরা দেবো। আমরা কথা রেখেছি। এখন দরকার আপনাদের সঙ্গ, সহযোগিতা, পরামর্শ। মন চাইলে নিজেদের যাওয়ার গল্প বলা...। এই কথাটুকু দিতে পারেন? আমরা কৃতার্থ হই।